এই শহরে এই বন্দরে

কাইউম পারভেজ

।। চব্বিশ ।।

এভাবে কি একে একে আমাদের প্রিয় মানুষ গুলো সব হারিয়ে যাবে বর্ণা? গত ২৭ জানুয়ারী হারালাম শাহ এএমএস কিবরিয়াকে। ঠিক তার একমাস পর ২৬ ফেব্রুয়ারী হারালাম ভাষাসৈনিক সুর সাধক আব্দুল লতিফকে। বুকটা চমকে উঠছে না জানি এবার কার সংবাদ আসে।

আসলে অর্পন - জন্মিলেই মরিতে হবে তা জানি তবু কিছু কিছু মৃত্যু আছে কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। এই ফাহিম ভূঁইয়ার কথাই ধর না - এমন প্রাণ চঞ্চল ছেলে মাত্র তেইশ/চব্বিশ বছর বয়স। দপ করে নিভে গেলো। বড় কষ্ট হয়।

হ্যাঁ বর্ণা - সন্তানের মৃতদেহ নাকি সবচে' ভারী - ওটা বহন করা বাবা মায়ের জন্য যে কি কষ্টের।

আমি বলবো প্রায় একই ধরণের কষ্ট বাবা মায়ের লাশ বহন করা। ভূক্তভোগী মাত্রই জানেন। জানেন রেজা কিবরিয়া - জানেন সিরাজুস সালেকিন। তুমি কি জানো বর্ণা আব্দুল লতিফ সাহেব ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সেনা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন?

নাতো, শুনিনিতো।

লতিফ সাহেব তখন সপ্তম শ্রেনীর ছাত্র। হঠাৎ শুনলেন সেনা বাহিনীতে লোক নিচ্ছে। বাড়ী থেকে পালিয়ে তিনি সেই লোক নেয়া দেখতে গেলেন। সামরিক বাহিনীর লোকেরা ওঁকে ভর্ত্তি করে নিলেন। ১৬ বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ানে তিনি ভর্ত্তি হয়ে দার্জিলিং চলে গেলেন। সেখান থেকে হায়দ্রাবাদ, তারপর বম্বেতে। পরবর্তীতে কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকারের চুক্তি মোতাবেক ১৬ বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ান ভেঙ্গে দেয়া হোল। তিনি ঢাকায় ফিরে এলেন।

এতো দেখছি অনেকটা আমাদের বিদ্রোহী কবির মত কান্ড!

হ্যাঁ বর্ণা - ওঁর জীবনের সাথে বিদ্রোহী কবির অনেক মিল রয়েছে। আমাদের বিদ্রোহী কবি যেমন হেন বিষয় নেই যা নিয়ে তিনি লেখেননি তেমনি আবদুল লতিফকে স্পর্শ করেছে অনেক কিছুই। সব কিছু নিয়েই লিখেছেন, গেয়েছেন। কোথা থেকে শুরু করি। মনে কি পড়ে বর্ণা এ গানটি -

ঝড় এলো এলো ঝড়
আম পড় আম পড়
কাঁচা আম পাকা আম মিষ্টি

এই যা এলো বুঝি বৃষ্টি ।

হ্যাঁ খুব মনে আছে । ছোট বেলায় গাইতাম ।

তো সেই ছোটদের জন্যেও আব্দুল লতিফ । আব্দুল লতিফ ছিলেন চারণ শিল্পী - গণমানুষের শিল্পী । মানুষের জন্য গান লিখেছেন, সুর করেছেন এবং গেয়েছেন । আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর সেই যে বিখ্যাত গান - আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী - সে গানটির প্রথম সুরকার ছিলেন আব্দুল লতিফ । পরবর্তীতে তাঁর অনুমতি নিয়েই শহীদ আলতাফ মাহমুদ গানটির মূল সুরকে ধরে রেখে চার্চ সঙ্গীতের সুরের আদলে আজকের মন কাড়ানিয়া সুরটি করেছেন । ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সালে বরিশালের রায়পাশা গ্রামে তাঁর জন্ম । আসলে তিনি নিজেই ঠিক মত মনে রাখতে পারেননি তাঁর জন্ম সাল । কিন্তু মনে রেখেছেন সদা সর্বদা দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য তাঁর করণীয় । সেই বায়ান্নতে যখন ভাষার দাবিতে বরকত সালাম রফিকউদ্দীন জব্বারের প্রাণ কেড়ে নেয়া হোল, গর্জে উঠলেন বিদ্রোহী আব্দুল লতিফ, যাঁর ক্ষুরধার অস্ত্র হলো গান । চির বিদ্রোহী আব্দুল লতিফ লিখে ফেললেন - সুর করলেন - হুংকার দিয়ে গেয়ে উঠলেন ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায় । গান যে কত বড় শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে আব্দুল লতিফ সেটা দেখিয়েছেন । উনসত্তুরের গণ আন্দোলনে গর্জে উঠলেন আব্দুল লতিফ । রচনা করলেন সেই অমর গান

সোনা সোনা সোনা
লোকে বলে সোনা
সোনা নয় তত খাঁটি
বল যত খাঁটি তার চেয়ে খাঁটি
বাংলাদেশের মাটি, আমার জন্মভূমির মাটি ।

এরপর সেই গণ অভ্যুত্থানের গান গড়াতে গড়াতে একাত্তরে এসে হলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান । যুদ্ধেরত মুক্তি যোদ্ধার গান । এই ২০০৫-এ এসেও এ গান দেশকে ভালোবাসার গান । আগামীতেও দেশকে কাছে টানার গান ।
আচ্ছা অর্পন - তোমার কি মনে হয় আমাদের শহরে বসবাসরত তাঁর বড় ছেলে সিরাজুস সালেকিনের জীবনে বাবার অনেক প্রভাব?
অবশ্যই প্রভাব আছে । সিরাজুস সালেকিন প্রধানতঃ রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে সাধনা করলেও তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় জুড়েই বাবার মত গণ মানুষের গান গেয়েছেন । এক সময় উদীচীর সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে সালেকিন রাস্তায় রাস্তায় গণসঙ্গীত গেয়ে বেড়িয়েছেন ।
জানো বর্ণা - আব্দুল লতিফ খুব ভাগ্যবান মানুষ ।
কেন বলোতো?

কারণ আমাদের দেশের গুনীজনেরা বেশীর ভাগই তাঁদের কাজের স্বীকৃতি পান মৃত্যুর পর। কিন্তু আব্দুল লতিফ জীবদ্দশাতেই তাঁর কাজের স্বীকৃতি পেয়েছেন। সেই পাকিস্তান আমলে পেয়েছিলেন তামঘায়ে খিদমত খেতাব যা তিনি একাত্তরে স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় প্রত্যাখান করেছেন। এরপর পেয়েছেন একুশে পদক, স্বাধীনতা পদক, বাংলা একাডেমী পদক, মেরিল-প্রথম আলো পুরষ্কারসহ আরো অনেক পুরস্কার। সর্বশেষ মুত্যুর কিছুদিন আগে তিনি নিজ দেশ বরিশালে গিয়েছিলেন মেয়র কর্তৃক প্রদত্ত এক সম্মাননা পুরষ্কার গ্রহণ করতে।

আমার একটুখানি দ্বিমত আছে তোমার কথার সঙ্গে।

সেটা কেমন?

আমি মানি আব্দুল লতিফ খুব ভাগ্যবান মানুষ। কিন্তু মুদ্রার অপর দিকটি হোল এ ভাগ্যবান মানুষটি সারা জীবনই আর্থিক কষ্টে কাটিয়েছেন। অনেক কষ্ট করতে হয়েছে দুই ছেলে দুই মেয়েকে মানুষ করতে। আসলে ওদের যা মানুষ করার করেছেন তাঁর স্ত্রী নাজমা লতিফ, শিল্পী কামরুল হাসানের বোন। লতিফ সাহেবের না ছিলো সন্তান মানুষ করার কোন খেয়াল, না অবসর। যেটুকু সময় তাঁর হাতে ছিলো তার সবটাই তিনি উজাড় করেছেন গণমানুষ, গণসঙ্গীত আর গণসেবা দিয়ে। এমনও ঘটনা আছে ঈদের সময় নিজের ছেলে মেয়ের জামা কাপড় কেনার কথা ভুলে পাড়ার দুস্থ মানুষের জন্য ঈদের কাপড় কিনে এনেছেন। কষ্ট করেছেন, যুদ্ধ করেছেন তবু হাল ছাড়েননি। আশা ছাড়েননি। থেমে যাননি কখনো। যতক্ষণ জান, ততক্ষণ গান। গণমানুষের গান।

বর্ণা - তোমাকে আরেকটা জিনিস বলি। উত্তম কুমারের কণ্ঠে যেমন হেমন্তের গান ছাড়া মানায় না তেমনি মরমী শিল্পী আব্দুল আলীমের কণ্ঠে আব্দুল লতিফের গান ছাড়া অন্য গান যেন মানাতো না । আজ এ দুজন মহৎ শিল্পীই আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন - রয়ে গেছে ওঁদের গান - "দুয়ারে আইসাছে পালকী নাইওরে গাও তোল" অথবা "আমার দেশের মতন এমন দেশ কি কোথাও আছে"।

দাঁড়াও ফোন বাজছে। দেখি। নিশ্চয়ই তোমার বন্ধু। হ্যালো হ্যাঁ দেওয়ান ভাই বাসাতেই, কোথাও যাইনি। দিচ্ছি একটু ধরেন। অর্পন নাও - দেওয়ান ভাই।

বল দোস্ত।

পরশুদিনই তোমাকে ফোন করতে চেয়েছিলাম। ব্যস্ততার জন্য আর যোগাযোগ করতে পারিনি।

ঠিক আছে এখন বল।

পরশুদিন অর্থাৎ ২ মার্চ কাজ থেকে ফেরার সময় গাড়ীতে নিউজ শুনছিলাম সম্ভবত এবিসি-তে। হঠাৎ শুনি ওরা বলছে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চাঞ্চল্যকর খবরটি।

কোনটা যেন?

ওই যে এক ডাকাতি মামলার আসামী চার শিশু যাদের বয়স ৪ মাস থেকে ৩ বছরের মধ্যে। দৈনিক ইত্তেফাকেও এই শিশু আসামীদের ছবি ছাপা হয়েছে ওরা কোর্টের বারান্দায় মায়ের কোলে ঘুমিয়ে আছে।

হ্যাঁ এতো নতুন কিছু নয় দেওয়ান। এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে। তবে এবারে কোর্ট নিজেই এ মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে হাজির হতে বলেছে কোন বিবেচনায় এ নিষ্পাপ শিশুগুলোকে আসামী করা হয়েছে তার জবাব দিতে।
সত্যি বিচিত্র সেলুকাস। ভাবমূর্তির যে কি দশা! আচ্ছা সিরাজুস সালেকিন কি ফিরেছেন?
না এখনো ফেরেননি। শুনেছি রোববারে ফিরবেন। আমাদের দেশের আইকন গুলো এক এক করে সব হারিয়ে যাচ্ছে। এঁদেরকে চির দিনের জন্য ধরে রাখার কোন উদ্দোগ তেমন নেই।
তা হোক অর্পন - যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাংলার মানুষ থাকবে, বাংলার মানুষের একুশ, স্বাধীনতা, বিজয় থাকবে ততদিন এইসব আইকনরা থাকবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মেতে। আমাদের কাজ প্রজন্মের কাছে পোঁছে দেয়া। আর ভাষা সৈনিক আব্দুল লতিফ কে মনে করতেই হবে কারণ ফেব্রুয়ারীতেই তিনি চলে গেলেন। এখন ফেব্রুয়ারী এলেই একুশের কথা মনে হবে - আব্দুল লতিফের কথা মনে হবে। তখন যেন শুনতে পাবো তিনি গাইছেন

কইতো যাহা আমার দাদায়, কইছে তাহা আমার বাবায়
এখন কও দেখি ভাই মোর মুখে কি অন্য ভাষা শোভা পায়
ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়।

করুনাময় তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।
হ্যাঁ দেওয়ান সেটাই আমাদের আজকের প্রার্থণা।
এ্যাই কি করছো উইক এন্ডে। চলে এসো।
না আমিতো প্যারাম্যাটার এমআরসি-তে যাবো রোববারে। ওখানে মরহুম কিবরিয়ার পুত্র ড. রেজা কিবরিয়া আসছেন প্রতিবাদ সভায় যোগ দিতে।
ওটা যেন কটায়?
বিকেল চারটায়
ঠিক আছে তাহলে ওখানেই দেখা হবে।
আচ্ছা তাই হবে।

(চলবে)